দৈনিক

তারিখ ... 1 FEB ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাতৃভাষায় নিজেদের শব্দের সংযোজন কম, বিয়োজন বেশি

রুমানা রাখি ●

"ইয়েস ওয়েল্‌কাম্‌ এগেইন... আমি নিতুল ছিলাম এতক্ষণ। আজ এ পর্যন্তই। টুমরো আবারও আসব এক্সাইটিং সব অফার নিয়ে। শুনতে থাকুন 'মেড ইন বাংলাদেশ'। টাটা, বাইবাই, গুড 'এট নাইট।"– ঠিক এভাবেই কথাগুলো বললেন আরজে নিতুল। গত সোমবার রাত ৮টা ১৮ মিনিটে বেতার স্টেশন রেডিও নেক্সট ৯৩.২ এফএম-এ 'মেড ইন বাংলাদেশ' নামের একটি অনুষ্ঠানের সম্প্রচার এটি। অনুষ্ঠান চলাকালে আরজে নিতুলের ছবিসহ রেডিও নেক্সটের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে একটি পোস্ট করা হয়। তাতে লেখা হয়– 'মেড ইন বাংলাদেশ ইজ অন উইথ আরজে নিতুল। সো স্টে কানেকটেড।' ওই পোস্টে একটি মন্তব্য ছিল– 'আপু আমি তোমার নিউ ফ্রেন্ড।' এই হলো একটি এফএম রেডিও স্টেশনের অনুষ্ঠানের কথামালা। শুধু রেডিও নেক্সট নয়, প্রায় সব এফএম রেডিও স্টেশনের অনুষ্ঠানের ধরনও প্রায় অভিন্ন। অথচ এ অনুষ্ঠানটি বাংলা ভাষায় সুন্দর শব্দে সাবলীলভাবে উপস্থাপন করা

এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ১

মাতৃভাষায় নিজেদের শব্দের সংযোজন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) যেত। তা হলে হয়তো পাঠকও ফেসবুকে সুন্দর বাংলায় মন্তব্য করতেন। এফএম রেডিওগুলোর শ্রোতাদের একটি বড় অংশ তরুণ প্রজন্মের। স্বভাবিকভাবে ব্যক্তিজীবনেও ভাষার এমন অপব্যবহার শিখে ফেলছেন তারা। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুদের আড্ডা ছাপিয়ে অনেক অফিসে পর্যন্ত ভাষার এমন ব্যবহার চোখে পড়ছে। বর্তমানে কেদারা, পেয়ালা, ছবিঘর বা পিলসুজ 'শুধুই পাওয়া যায় লেখকের লেখায়। কেউ এখন আর বলে না 'মাঠে খেলা দেখতে যাই'। সবার মুখেই 'স্টেডিয়ামে যাচ্ছি'।

ভাষা বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, মাতৃভাষায় নিজস্ব শব্দের সংযোজন কম। নিজেদের শব্দ বাদ দিয়ে প্রতিনিয়তই বিদেশি শব্দের প্রচলন তৈরি হচ্ছে। আর এর পেছনে কারণ হিসেবে নিজস্ব ভাষার প্রতি অনাগ্রহকেই দায়ী করছেন তারা। পিলসুজ বা ছবিঘর শব্দ দুটিকে এখন কী নামে ডাকা হয় জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এক ছাত্র বলেন, 'আই ডোন্ট নো। তবে ছবিঘর মেই বি স্টুডিও বাট পিলসুজ শব্দটি কখনো শুনিনি।'

কেন বাংলা ও ইংরেজি শব্দের এমন হ-জ-ব-র-ল ব্যবহার? জানতে চাইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, বর্তমান প্রজন্মের বেশিরভাগই নিজেদের আধুনিক প্রমাণ করতে গিয়ে বাংলা-ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলেন। আবার অনেকে ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়ার কারণে দুই ভাষার সংমিশ্রণ ঘটায়। তিনি বলেন, বাংলা ভাষা অনেক সমৃদ্ধ। আমাদের এত চমৎকার কিছু শব্দ আছে, যার ব্যবহার না থাকায় হারিয়ে গেছে। তা ছাড়া আমরা আমাদের ভাষা যথাযথ ব্যবহার করতে পারছি না। এতে নিজেদের তৈরি শব্দ হারিয়ে গিয়ে বিদেশি হরেকরকম শব্দের প্রচলন হচ্ছে।

তবে ভাষা প্রবহমান। তাই এর পরিবর্তন হবেই বলে মনে করেন বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান। তার মতে, মনের ভাব প্রকাশের জন্য মানুষ নিজের প্রয়োজনে ভাষার গতি সময়ে সময়ে বদলে নেয়। হাজার বছরের পুরনো বাংলা ভাষায়ও এমন অনেক পরিবর্তন হচ্ছে। আজকের দিনে প্রযুক্তি, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম আর গণমাধ্যমের প্রভাবে যোগ হচ্ছে নতুন নতুন শব্দ। তবে অনেক শব্দই ঝরে যাবে আবার কিছু টিকে থাকবে। গ্রহণ কিংবা বর্জন যাই হোক না কেন, এটিই সত্য যে, ভাষার এই পরিবর্তন চলবে। আর অভিধানের ক্ষেত্রে বহুল ব্যবহৃত শব্দকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে বাংলা-ইংরেজি ভাষায় মিশ্রিত কথা আমাদের শব্দভাণ্ডারকে হালকা করে দিচ্ছে বলে মনে করেন তিনি।

বাংলা একাডেমির দেওয়া তথ্যমতে, ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের সর্বশেষ সংস্করণ করা হয় ২০০২ সালে। যেখানে প্রচলিত শব্দ হিসেবে স্থান পায় প্রায় ৭৩ হাজার ২৭৯টি। অন্যদিকে সর্বশেষ বাংলা একাডেমি থেকে বের হয় আধুনিক বাংলা অভিধান। যেখানে শব্দ সংখ্যা রাখা হয়েছে ৬০ হাজার। তবে বাংলা একাডেমির তিন খণ্ডের 'বিবর্তনমূলক বাংলা অভিধান' নামে আরও একটি অভিধান রয়েছে। যেখানে শব্দ সংখ্যা এক লাখ ২৫ হাজার। এ বিষয়ে ভাষাসৈনিক ও বাংলা বর্ষপঞ্জির সংস্কারক মুহম্মদ তকীয়ুল্লাহ বলেন, বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় আমরা যখন সংগ্রাম করি, তখন আমাদের মূল লক্ষ্য ছিল গণমানুষের মুক্তি। জনগণের অধিকার রক্ষা করা হবে এবং চাকরি থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রে যেন ভাষার কারণে কোনো বৈষম্য না হয়, সেটি নিশ্চিত করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য।